পাঁচ দফা দাবিসহ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ চায় ছাত্র অধিকার পরিষদ

সংগৃহীত ছবি

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থতার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর দ্রুত পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে ছাত্র অধিকার পরিষদ।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তারা তাদের অবস্থান প্রকাশ করেন। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি নাজমুল হাসান বলেন, প্রধান উপদেষ্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তিনি অপরাধীদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, আহত ও নিহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর চেয়ে অপরাধীদের কার্যকর গ্রেপ্তার নিশ্চিত করা জরুরি। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে অব্যাহতি না দিলে সংগঠন যমুনা ঘেরাওয়ের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম বলেন, গত এক থেকে দেড় বছরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বারবার দায়িত্বে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ওপর হামলার পরও তিনি অপরাধীদের গ্রেপ্তারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেননি। পরে অর্থপুরস্কারের বিষয়টিও তিনি প্রহসন ও তামাশা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাকিবুল জানান, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পদত্যাগ না করলে তাকে বাধ্য করে পদত্যাগ করানো হবে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, দেশের গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে, যা দেশের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার মূল দায়িত্ব ছিল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কিন্তু তিনি সেই দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারেননি।

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র অধিকার পরিষদ যে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করেছে তা হলো: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারীর অপসারণ, জাতীয় পার্টির রাজনৈতিক নিষিদ্ধ ঘোষণা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফয়সাল ও মাসুদকে ফেরত দেওয়া এবং সীমান্ত হত্যার কারণে ভারতীয় দূতাবাস বন্ধের হুঁশিয়ারি। এছাড়া তারা দাবি করেছেন, আওয়ামী লীগের কোনো সদস্য যেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে এবং গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরসহ যাদের ওপর পুলিশ-সেনাবাহিনী হামলা করেছে, তাদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া।